প্রথম আলো

তারিখ 04 MAR 2012
পৃ ২৭ কলাম ৩

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# শিক্ষকের বিরুদ্ধে নম্বর ঘষামাজার অভিযোগ

আহমেদ জায়িফ ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক ওই বিভাগের এক ছাত্রীকে পরীক্ষকদের দেওয়া নম্বরের চেয়ে বেশি নম্বর দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর ওই শিক্ষক আরেক দফা অনিয়ম করে ঘষামাজা করে আগের নম্বর খাতায় তোলেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক মাহবুব কায়সার সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তিনি ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের তৃতীয় সেমিস্টার সমাপনী পরীক্ষার টেবুলেটর ছিলেন। এ পরীক্ষার ফল দেওয়া হয় গত মাসে। অধ্যাপক মাহবুব কায়সার এতে এক ছাত্রীকে সোশ্যাল স্ট্যাটিসটিক্স কোর্সে পরীক্ষকদের দেওয়া নম্বরের চেয়ে বেশি নম্বর দেন। এতে ওই ছাত্রী প্রত্যেকটি কোর্সেই সর্বোচ্চ জিপিএ-৪ পান।

পরে বিষয়টি জানাজানি হলে মাহবুব কায়সার নিয়ম লঙ্ঘন করে নিজেই এককভাবে টেবুলেশন খাতা ঘষামাজা করে আগের নম্বর তোলেন। বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা উপকমিটি এ ব্যাপারে তদন্ত করছে।

জানতে চাইলে কমিটির সদস্যসচিব ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আমজাদ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, অভিযোগ উঠেছে মাহবুব কায়সার একটি কোর্সে অতিরিক্ত নম্বর তুলেছেন। ফল প্রকাশের পর তিনি নিয়ম লঙ্ঘন করে নম্বর ঘষামাজা করেন। বিষয়টির তদন্ত হচ্ছে।

বিভাগের শিক্ষক ও পরীক্ষা কমিটির অন্য সদস্যরা জানান, দুজন পরীক্ষকের দেওয়া নম্বরের গড় অনুযায়ী ওই ছাত্রী সমাপনী পরীক্ষায় সোশ্যাল স্ট্যাটিসটিক্সে ৫০-এর মধ্যে ৩৪ দশমিক ৭৫ নম্বর পান। কিন্তু মাহবুব কায়সার তাঁকে ৩ দশমিক ৫৫ নম্বর বেশি দেন। এই তিন নম্বরের কারণেই ছাত্রীটি ওই কোর্সে জিপিএ-৪ পান, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ গ্রেড।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্রে জানা যায়, পরীক্ষকেরা খাতা দেখে নম্বর দেওয়ার পর দুজন শিক্ষক আলাদাভাবে দুটি টেবুলেশন শিটে নম্বর তোলেন। তাঁদের টেবুলেটর বলা হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর টেবুলেশন শিট আবার খতিয়ে দেখে ফল প্রকাশ করে। নম্বর তোলার ক্ষেত্রে কোনো ভুল হলে পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যানের লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অনুমোদন দিলেই কেবল তা পরিবর্তন করা যায়। এ ছাড়া পরিবর্তনের সময় উভয় টেবুলেটর অথবা পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ও একজন টেবুলেটর উপস্থিত থাকতে হয়। কিন্তু মাহবুব কায়সার নিজেই দুটি টেবুলেশন শিটের নম্বর ঘষামাজা করে পরিবর্তন করেন।

এ বিষয়ে অন্য টেবুলেটর ও পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, মাহবুব কায়সার তাঁকে না জানিয়েই নম্বর পরিবর্তন করেছেন।

শৃঙ্খলা উপকমিটির সদস্যসচিব আমজাদ আলী বলেন, সব শিক্ষার্থীর ফল পর্যালোচনা করে দেখতে অন্য বিভাগের দুজন শিক্ষককে টেবুলেটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মতের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে মাহবুব কায়সার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে নম্বর বাড়িয়ে দিইনি। টেবুলেশন শিট তৈরির সময় টেকনিক্যাল কারণে ভুলটি হয়। পরবর্তী সময়ে ভুল ধরা পড়লে তা ঠিক করেছি। তবে এ ক্ষেত্রে যে নিয়ম অনুসরণ করার কথা তা করিনি।'